ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-১৭০
আগরতলা, ১৭ এপ্রিল, ২০২১

রাজ্যে কোভিভ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য কোর কমিটির সভা

রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যস্তরের কোর কমিটির এক সভা গতকাল মহাকরণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা। কোভিড পরিস্থিতিতে সমস্ত ব্যবস্থাপনা যাতে সুচারুভাবে কার্যকর করা হয় তা নিয়ে প্রধান সচিব বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সভায় স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ চিন্ময় বিশ্বাস, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল, স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব সমিত রায় চৌধুরী সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় জানানো হয় রাজ্যে এখন করোনা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য ৫০৯টি শয্যা রয়েছে। যার মধ্যে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে ১৭৫ টি শয্যা রয়েছে । এর মধ্যে আই সি ইউ শয্যা ৫৪টি, অক্সিজেন সাপোর্ট বেড রয়েছে ১২১ টি। ভেন্টিলেটর রয়েছে ১৩ টি। ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ সেন্টার রয়েছে শালবাগানস্থিত বি এস এফ হাসপাতালে এবং আই এল এস হাসপাতালে। এই মুহূর্তে আমবাসায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট এবং ৬৪ শয্যাবিশিষ্ট অরুন্ধতিনগরস্থিত পি আর টি আই কোভিড কেয়ার সেন্টার রয়েছে।৫০ শয্যাবিশিষ্ট অরুন্ধতিনগরস্থিত পি আর টি আই মহিলা হোস্টেল আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে রয়েছে।

সভায় জানানো হয় রাজ্যে ১৬ জানুয়ারি থেকে কোভিড টিকাকরণের সূচনা হয়। এ পর্যন্ত ৭.৭২লক্ষ মানুষ প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছেন। জনসংখ্যার নিরীখে শতাংশের হার ২১.৪৪ শতাংশ। হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের ৯৩.০২ শতাংশ এবং ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কারদের ৯৩.৫০ শতাংশ প্রথম ডোজ টিকা নিয়েছেন। দ্বিতীয় ডোজের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৮৩.১৭ শতাংশ ও ৭৫.৮৩ শতাংশ। ৬০ বছরের উর্ধ্বে এবং ৪৫-৫৯ বছর পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কয়েকটি রোগে যারা ভুগছেন তাদের ১ মার্চ থেকে এবং ৪৫ বছরের উর্ধ্বে যে কোনও নাগরিকের জন্য ১ এপ্রিল থেকে কোভিড টিকাকরণ শুরু হয়েছে। ৬০ বছরের উর্ধ্বে ৩,৯৮,৬২২ জনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে টিকা নিয়েছেন ২,৮৩,৯৮৭ জন (৭১.২৪ শতাংশ)। ৪৫-৫৯ বছর বয়স্কদের ৭,৬৭,৭৩১ জনের লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে টিকা নিয়েছেন ৩,৮৩,৫০৬ জন (৪৯.৯৫ শতাংশ)। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৯৪৮ টি কোভিড ভ্যাকসিনেশন সেন্টার রয়েছে যাতে ১৪৩০ জন টিকাপ্রদানকারী নিযুক্ত রয়েছেন। রাজ্যে ৭ টি আরটিপিসিআর মেশিন, ৮টি ট্রু ন্যাট মেশিন, ১০টি সিবিন্যাট মেশিন, ৪২,৩৯৯ টি অ্যান্টিজেন টেস্ট কিট, ২৫,৩০৩ টি আরটিপিসিআর টেস্টিং কিট ও ৭,৫২৩ টি চার ধরনের অক্সিজেন সিলিন্ডার মজুত রয়েছে। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****